সূচনায় ধরা পড়লে ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব

অধ্যাপক ডাঃ শুভাগত চৌধুরী

দৈনিক ইত্তেফাক তাং ২০ আগষ্ট ৯৬ ইং

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বজুড়েই ক্যান্সার বাড়ছে। তবে ক্যান্সারে যে পরিমাণ মৃত্যু হচ্ছে, একে ঠেকানো সম্ভব হতো অনেকটা। মানুষ ক্যান্সারকে আগে ভাগে চিহ্নিত করতে পারলে মৃত্যু এড়ানো সম্ভব অনেক ক্ষেত্রেই। ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেষ্টকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। জাতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ৫টি ভয়ানক ক্যান্সারের কথা বলছেন এবং আগে-ভাগে চিহ্নিত হলে এদেরকে এত সফলভাবে রোধ করা সম্ভব তাও বলছেন। যেমন কলোন ক্যান্সার বা মলান্ত্রের ক্যান্সার। এটি একটি ঘাতক ক্যান্সার। নিউইয়র্ক সিটির মেমোরিয়াল স্লোয়ান কেটারিং কান্সার সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিডনি উইনাআর বলেন আগে-ভাগে ধরা পড়লে এই ক্যান্সার চিকিৎসা বেশ সহজ নিরাময় হার শতকরা ৯২ ভাগ।

১৯৭০ সালে গবেষকরা দেখেছেন, মলান্ত্রের ক্যান্সার হওয়ার অনেক আগে থেকে অন্ত্রের দেয়ালে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায়। এ থেকে সৃষ্টি হয় পলিপ। এই নির্দোষ পলিপ পরে সংহারী টিউমার হতে পারে। উইনাআর দেখেছেন পলিপের সংগে ক্যান্সারের সম্পর্ক। ৯০০০ লোককে পরীক্ষা করা হলো। যেসব লোকের অন্ত্রের পলিপ অপসারণ করা হলো, এদের কলোন ক্যান্সার ঘটার হার শতকরা ৯০ ভাগ কমে গেল। আজকাল বিশেষজরা বলেন, পঞ্চাশোর্ধ সকল স্ত্রী-পুরুষ বছরে একবার মলে গুপ্ত রক্তের উপস্থিতি (**Fecal Cult blood test**) করে দেখা উচিৎ। এতে পলিপ ও ক্যান্সার আগে-ভাগে চিহ্নিত হতে পারে। আরও পরীক্ষা হলো সিগময়োডোস্কিাপি। ডাক্তাররা একটি নমনীয়, আলোক সন্ধানী নল মলাশয়ে ঢুকিয়ে নিজের চোখে মলাশয় পরীক্ষা করতে পারেন। দেখা গেছে এই পরীক্ষায় (মেলাশয়বীক্ষণ সিগময়েডোস্কোপি) কলোন ক্যান্সারে মৃত্যুরহার কমেছে ৬০ শতাংশ। পঞ্চাশোর্ধ লোক তিন-পাঁচ বছরে একবার মলাশয় বীক্ষণী যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিৎ।

অপরটি ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার। ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার (**Ovarian Cancer**) শুরুতে তেমন লক্ষণ উপসর্গ থাকে না। ক্রমে উপর ফুলতে থাকে, বদহজম হয়, ব্যথা হয়, ওজন কমে, ক্লান্তি আসে শরীরে। উপর পেটে এর বিস্তার ঘটে। শতকরা ৬০ ভাগ রোগী বছর পাঁচেকের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ডাঃ ভ্যান ন্যাগাল বলেন, আগে-ভাগে চিহ্নিত হলে শতকরা ৮০ জন রোগী আরোগ্য করা সম্ভব।

ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং কতটুকু সুফল আনে এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন। তবে স্প্রিনিং টেষ্ট আছে। কিছুক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। যেমন-ট্রান্স ভ্যাজানইনাল সনোগ্রাফি (টিভিএস) এ পরীক্ষায় ব্যথা লাগে না, সময় লাগে ৫ মিনিট। চাবুকের মত একটি শলাকা ব্যবহার করে ডাক্তার শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে ডিম্বাশয় স্ক্যান করেন, ছোট টিউমার ও ধরা পড়ে। এছাড়া আছে সহজ রক্ত পরীক্ষা। সিএ ১২৫ নামে একটি প্রোটিনের রক্তের মান। এমনি বেড়ে গেলে রোগের আশংকা করা যায়। ডাঃ রবার্ট বাষ্ট ও সতীর্থরা এ পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন। একে আরও নির্ভুল করার চেষ্টা চলছে। ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার বেশি হয় পঞ্চাশোর্ধ মহিলা যাদের ঋতূবন্ধ হয়েছে। আজকাল চল্লিশোর্ধ মহিলাদের বছরে একবার শ্রোণীদেশ পরীক্ষার পরামর্শ দেয়া হয়।

ডাঃ বাষ্ট বলেন, যেসব মহিলার পরিবারে ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ইতিহাস আছে, এরা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন এবং টিভি এস ও সিএ-১২৫ পরীক্ষাও করতে পারেন।

প্রোস্টেট ক্যান্সার ঃ

১৭০ সালের দিকে গবেষকরা দেখলেন, প্রোস্টেট থেকে তৈরী হয় প্রেটেস্ট স্পেসিফিক-এন্টিজেন (পিএসএ)। প্রোস্টেট টিউমার হলে এই প্রোটিনমান আরও বেড়ে যায়। তাই পিএসএ'র উচুমান ক্যান্সার নির্দেশ করে। বিশেষকরা বলেন পঞ্চাশোর্ধ সব পুরুষের বছরে পিএসএ টেস্ট করানো উচৎ। চল্লিশোর্ধ সব পুরুষের বছরে একবার মলাশয় ও পরীক্ষা করানো উচিৎ। জরায়ু গ্রীবার ক্যান্সার (Cervical Cancer) আজকাল আগে-ভাগে একে চিহ্নিত করার জন্য আছে প্যাপ টেষ্ট। প্যাপ টেষ্ট পরীক্ষার ফল অস্বাভাবিক পেলে ডাক্তাররা কলপোস্কিাপি ফলো আপ পরীক্ষা করেন। আরও চিকিৎসা লাগবে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য। বিশেষ অনুবীক্ষণী কলপোস্কোপ দিয়ে ডাক্তার জরায়ুগ্রীবা সরাসরি পরীক্ষা করতে পারেন, প্রয়োজনে বায়োপসি নিতে পারেন।

স্তন ক্যান্সার ঃ

চল্লিশোর্ধ সব মহিলার জন্য মেমোগ্রামের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। স্তনকে নিজেও পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ (Breast self exam)। মোমোগ্রাম অস্বাভাবিক হলে এমআরআই পরীক্ষার পরামর্শ দেন অনেকে। তবে এটি ব্যয়বহুল। স্কিনিং টেষ্ট অগ্রগতি-বর্তমানে স্কিনিং টেষ্টগুলো আগের চেয়ে অনেক ফলপ্রসু হলেও বিজ্ঞানীরা জীনতত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন পরীক্ষার সন্ধানে আছেন। গত পাঁচ বছরে স্তন, ডিম্বাশয়, ফুসফুস, হাড়, প্রোস্টেট ও মুত্রাশয় ক্যান্সারের সংগে জীনগত ত্রুটির সম্পর্ক পাওয়া গেছে। তবে ইতিমধ্যে মলে গুপ্ত রক্ত পরীক্ষা, সিগমথোডোস্কোপি, ম্যামাগ্রাম, পেলভিক ও রেকটাম পরীক্ষা, প্যাপটেষ্ট এগুলো উপযুক্ত বয়সে স্কিনিং করে নেয়াই ক্যান্সার ঠেকানোর বড় অস্ত্র বলে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।